২০-১২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - অনেক দূরদেশ থেকে বাবা এসেছেন ধর্ম আর রাজ্য দুটোরই স্থাপনা করতে। যখন দেবতা ধর্মের রাজ্যত্বকাল চলে, তখন রাজ্য-ভার কেবলমাত্র দেবতাদেরই থাকে, সেখানে তখন আর অন্য, কোনও ধর্মের রাজত্বই চলে না।

প্রশ্ন :- সত্যযুগে সব পুণ্য আত্মারাই থাকে, সেখানে তখন কোনও পাপ আত্মা নেই - এর চিহ্ন কি?

উত্তর :- সত্যযুগে কারও কোনও প্রকারের কর্মভোগ (অসুখ-বিসুখ) হয় না। অসুখ-বিসুখই প্রমাণ করে যে, আত্মারা তাদের পাপের সাজা কর্মভোগের রূপে তা ভুগে থাকে। একেই পূর্বের কর্মফলের হিসাব-নিকাশ বলা হয়।

প্রশ্ন :- বাবার কোন্ ইশারাকে কেবলমাত্র তার দূরদেশী বাচ্চারাই বুঝতে পারে ?

উত্তর :- বাবা ইশারা করেন - বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের বুদ্ধিযোগের দৌড় লাগাও। এখানে বসেই বাবাকে স্মরণ করো। ভালবাসার সাথে স্মরণ করতে পারলে তোমরা বাবার গলার হার হতে পারবে। তোমাদের প্রেমাশ্রু মালার পুঁতির-দানা হয়ে যাবে।

গীত :- অবশেষে সেই আকাঙ্খিত
. দিন এলো যে আজ।

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা- তোমরা যে গীত শুনলে, তার অর্থ তোমরা জানো। এই ভারত ভূ-খণ্ডই একদা খুব বড় আকারের ছিল। তাই সম্পূর্ণ ভারতকে সমান্তরাল ভাবে শিক্ষিত করা সম্ভব ছিল না। যেহেতু এটা পঠন-পাঠনের ব্যাপার, তাই এর জন্য অনেক কলেজ খোলার বিষয়টিও এসে যায়। তোমাদের এটা বেহদের বাবার ইউনির্ভাসিটি। যাকে বলা হয় 'পাণ্ডব গর্ভনমেন্ট'। আর গর্ভনমেন্টের অর্থ - সভারিন্টি অর্থাৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ-সম্পন্ন, সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন। তোমরা বি.কে.-রা তা জানো, তেমন গর্ভনমেন্টেরই স্থাপনা কার্য চলছে তোমাদের দ্বারা। অর্থাৎ দৈব-ধর্মের সাথে সাথে সভারিন্টি বা রিলিজিও পলিটিক্যাল ..... অর্থাৎ দেবী-দেবতা ধর্মেরও স্থাপনা কার্য চলছে। যেহেতু এই সময়কালে আর অন্য কোনও ধর্মের রাজ্য স্থাপনা কার্য চলে না। অন্যেরা কেবল ধর্মই স্থাপন করতে পারে। বাবা জানাচ্ছেন -"আমিই সেই আদি সনাতন ধর্ম আর তার রাজধানী স্থাপনা করাচ্ছি। তাই একে রিলিজো পলিটিক্যাল বলা হয়। বাচ্চারা তোমাদেরও তেমন দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন বুদ্ধিধারী হতে হবে। তোমাদের এই বাবা সেই দূরদেশ থেকে এসেছে।" বস্তুতঃ প্রত্যেক আত্মাই সেই দূরদেশ থেকেই আসে। তোমরাও সেই দূরদেশ থেকেই এসেছো এখানে। নতুন নতুন ধর্ম যারা স্থাপন করে, তাদের আত্মারাও সেই দূরদেশ থেকেই আসে। কিন্তু তারা হয় কেবলমাত্র ধর্মস্থাপক। কিন্তু তোমাদের কার্য হলো ধর্ম এবং সভারিন্টির স্থাপনা। পূর্বের ভারত সভারিন্টি-ই ছিল। তখন এখানে ছিল মহরাজা-মহারাণী-রা। যেমন, মহারাজা শ্রী নারায়ণ, মহারাণী শ্রী লক্ষ্মী। অতএব বাচ্চারা,এখন তো তোমরা অবশ্যই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে চাইবে। এর সাথে আরও বলবে- বাবা, আমরা সব ভারতবাসীরা যে কারণে তোমাকে ডাকতে থাকি- "বাবা তুমি এসে এই পুরোনো দুঃখ-কষ্টের দুনিয়াকে বদলে দিয়ে নতুন সুখের দুনিয়া স্থাপন করে দাও।" পুরোনো ঘর আর নতুন ঘরের মধ্যে

তফাৎ তো থাকেই বিস্তর। তাই তোমাদের বুদ্ধিতে কেবল সেই নতুন ঘরের চিন্তাই থাকা উচিত। তার উপর আজকাল ঘর-বাড়ীর ডিজাইন-ও তো কত নতুন নতুন গঠন-প্রণালীর। লোকেরাও ভাবতে থাকে কি করে তা আরও উপযোগী আর সুন্দর বানানো যায়। কিন্তু বি.কে.-রা জানো, তোমরা কেবলমাত্র নিজেদের দৈবী-ধর্ম আর আর স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনার কাজ করছো। সেই স্বর্গ-রাজ্যে তোমরা হীরে-জহরতের মহল বানাবে। অন্য ধর্মের লোকেরা এসবের মর্মার্থই বুঝতে পারবে না। যেমন যীশু-খ্রীষ্ট যখন এসে খ্রীস্টান ধর্মের প্রচার শুরু করেন, তখন কেউ ভাবতেই পারে না যে, ওনার দ্বারা খ্রীস্টান ধর্ম স্থাপিত হচ্ছে। যখন তার বৃদ্ধি হয়, তখন তার নাম রাখা হয় খ্রীষ্টান-ধর্ম। তেমনই ইসলাম ইত্যাদি ধর্মেরও কোনও নাম-গন্ধ থাকে না সেই সময়কালে অর্থাৎ শুরুর দিকে। একমাত্র তোমাদের ধর্মই চিহ্ন বহন করে আসছে শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত। যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র- একথা সবারই জানা আছে যে এনাদের রাজত্ব ছিল সত্যযুগে। এইসব জ্ঞান তোমাদের সেখানে লব্ধ হয় না, অতীতে কার রাজধানী ছিল কিম্বা ভবিষ্যতে কার রাজধানী হবে। সাধারণ যারা তারা এখন কেবল তাদের বর্তমানকেই জানতে পারে, এইটুকুই যা। কিন্তু, তোমরা বি.কে.-রা তো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-কেও জানতে পারো।

কল্পের শুরুতে কেবলমাত্র তোমাদের দেবতা-ধর্মই থাকে। এর পর অন্য অনেক ধর্ম আসতে থাকে। আর এসব রহস্য জানা যায় এই সঙ্গমযুগেই, যখন বাবা এসে এসবের ব্যাখ্যা করে তা জানান। এইভাবেই বাবার জ্ঞানে তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠো। সত্যযুগে এই ত্রিকালদর্শীর জ্ঞান আর থাকে না মগজে। সেখানে তখন একমাত্র তোমরাই রাজত্ব করতে থাকবে। যেহেতু তখন আর অন্য কোনও ধর্মের নাম-গন্ধও থাকে না। তাই মনের আনন্দে রাজ্য-ভাগ্য ভোগ করতে থাকো।

তোমরা বি.কে.-রা এখন সমগ্র সৃষ্টি-চক্রকেই জেনেছো। কিন্তু অন্য মানুষেরা এটাই মাত্র জানে, এখানেই একদা কখনও দেবী-দেবতা ধর্মের রাজত্ব ছিল। কিন্তু কিভাবে তার স্থাপন হয়েছিল, কত সময় ধরে সেই রাজত্ব চলেছিলো - এসব কিছুই তাদের জানা নেই। তোমরা তো এও জানো, সত্যযুগে কত জন্ম রাজ্য-ভাগ্য লাভ করে, আবার ত্রেতাতেই বা কত জন্ম। এসব জানা খুবই জরুরী। বি কে বাচ্চারা এসব কিছুই জানতে পারে। যেহেতু বেহদের বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে এই পাঠ পড়ান। তাই তো তোমরা বাচ্চারা এটাও জানো যে, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে কৃষ্ণের আত্মাও তার শেষ জন্ম এই সময়েই নেয়। আর এনার (ব্রহ্মার) শরীরেই প্রবেশ করে। সেই হিসাবেই এনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়। এই ব্রহ্মাই আবার বিষ্ণু হন। বিষ্ণুই আবার পরবর্তিতে ব্রহ্মা হন। যদিও এই ত্রিমূর্তির জ্ঞান খুবই সরল। আবার ইনিই হন নিরাকার বাবা শিব, যার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন জাগে, নিরাকারের থেকে তবে সেই আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যাবে কিভাবে ? --প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে। আবার তোমরা বি.কে.-রাও ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হও - এই ব্রহ্মার দ্বারাই। সেই দেবতারাই আবার ৮৪ জন্মের পরে ব্রাহ্মণ হয়। এই চক্রকে নিজেদের বুদ্ধিতে ধারণ করে রাখতে হবে। তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার (দত্তক) সন্তান। আর এক হিসাবে তোমরা আবার রুদ্র শিবেরও বাচ্চা। তোমরা আত্মারা নিরাকার শিব পরমাত্মার বাচ্চা। তাই সেই (নিরাকার) বাবাকেই স্মরণ করো তোমরা। চিত্রের দ্বারা তা ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ। সত্যযুগে যাবার জন্য তোমাদের এই তপস্যা। অতএব তোমাদের বুদ্ধিতে একথা অবশ্যই থাকা উচিত - তোমরা বি.কে.-রাই মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হতে যাচ্ছো। এরপরেই তোমরা তোমাদের দেবতা-ধর্মের রাজ্য-ভাগ্য পাবে।

একমাত্র যোগের দ্বারাই তোমাদের বিকর্মগুলি বিনাশ হবে। আর এখনও যদি পাপ করতেই থাকো, তবে তার কি যে পরিণতি হবে .....! তীর্থ-যাত্রায় যখন লোকেরা যায়, কৈ তখন তো তারা কোনও পাপ-কর্ম করে না। তীর্থ-যাত্রীরা নিজেদেরকে খুবই পবিত্র রাখে। যেহেতু তখন ভাবে, তারা দেবতার কাছে যাচ্ছে। তাই সর্বদাই তারা স্নানাদি সেরে তারপরেই মন্দিরে যায়। কিন্তু মন্দিরে ঢোকার পূর্বে, তারা স্নান কেন করে ? তার প্রধান কারণ, যেহেতু তারা বিকারের কাজ-কর্মও করে। দ্বিতীয়তঃ শৌচাগারে যায় বলে। তাই স্নান সেরে স্বচ্ছ হয়ে দেবতা দর্শন করতে যায়। কিন্তু তীর্থ-যাত্রাকালে কেউ কখনও পতিত হয় না। পবিত্র হয়েই চারধামের পরিক্রমা করে। অতএব পবিত্রতাই মুখ্য বিষয়। দেবতারাও যদি পতিত হয়, তবে মানুষ আর দেবতার মধ্যে তফাৎ আর কি বা থাকবে। দেবতারা পবিত্র আর মানুষেরা পতিত।

শিববাবা বলছেন- তোমরা তো এটাও বুঝেছো যে, শিববাবাই তোমাদেরকে ব্রহ্মাবাবার দত্তক সন্তান বি.কে. বানিয়েছেন। বাস্তবে, তোমরা সব আত্মারাই আমার সন্তান। অথচ, এত আত্মাদের আমি পড়াবো বা কি প্রকারে ? কি ভাবেই বা রাজযোগ শেখাবো ? তোমাদের মতন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বা বানাবো কি ভাবে ? যেখানে তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্থাপন করাচ্ছেন। আবার আশীর্বাদী-বর্সা দেবার জন্য বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে যে। আর তা কোন সময়কালের মধ্যেই বা তোমাদেরকে তেমন উপযুক্ত করে গড়ে তুলবো ? --অবশ্যই তা সঙ্গমযুগেই। তাই বাবা জানাচ্ছেন - উনিও আসেন তাই এই সঙ্গমযুগেই। মানুষ আর দেবতার মধ্যবর্তী সঙ্গমের সময়কালে এই ব্রাহ্মণ ধর্মকে তাই পৃথক ধর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়। যা অন্যান্য সব ধর্ম থেকেই স্বতন্ত্র। যেমন কলিযুগ শূদ্র-ধর্মের। সত্যযুগ দেবতা-ধর্মের। আর তোমাদের হলো ব্রাহ্মণ-ধর্ম। বর্তমানের এই সঙ্গম-যুগ খুবই ছোট সময়কালের যুগ। এসব জেনে তোমরা বি.কে.-রা এখন সমগ্র চক্রকেই জেনে ফেলেছো, অর্থাৎ দূরাদেশী হয়ে গেছো। তোমরা বুঝতে পেরেছো, এই ব্রহ্মাবাবার শরীর শিববাবার রথ। তাই ব্রহ্মাকে নন্দী-ষাঁড় বলা হয়। কিন্তু কেউ তো আর সারাদিনই ষাঁড়ে চড়ে থাকতে পারে না। অথচ আত্মা কিন্তু সারাদিনই শরীরে অবস্থান করতে পারে। আত্মা পৃথক হয়ে গেলেই শরীরও আর থাকে না। বাবা যেমন যখন-তখন ওনার শরীরে আসতেও পারেন আবার শরীর থেকে বেড়িয়েও যেতে পারেন। তবুও ব্রহ্মাবাবা ওনার মতনই থাকেন। যেহেতু ব্রহ্মাবাবার নিজেরও যে আত্মা আছে। তাই শিববাবা সদা ওনার শরীরে অবস্থান করেন না। এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই যেমন প্রবেশও করতে পারেন, তেমনি বেড়িয়েও যেতে পারেন। ওনার মতন দ্রুতগতি-সম্পন্ন কোনও রকেটও হতে পারে না। আজকাল তো রকেট, এরোপ্লেন ইত্যাদি কতকিছুরই আবিস্কার হয়েছে, কিন্তু আত্মার মতন দ্রুতগতি সম্পন্ন আর কোনও কিছুই নেই। তাই তো, তোমরা বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথেই বাবা এসে হাজির হন। যদি আত্মার কর্মফলের হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী তাকে লন্ডনে গিয়ে জন্ম নিতে হয়, তবে সেকেণ্ডেই সেখানে গিয়ে গর্ভে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ সবচেয়ে দ্রুতগামী তো তবে আত্মাই হলো। বর্তমানে আত্মা তার নিজের ধামে ফিরে যেতে পারে না, যেহেতু আত্মার সেই শক্তি যথেষ্ট হ্রাস হয়েছে। এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, সে আর বেশীদূর উড়তেই পারে না। যেহেতু আত্মাতে তার অনেক জন্মের পাপের বোঝা চেপে আছে যে। যদি সেই বোঝা শরীরের উপর থাকতো, তবে তা অগ্নি দ্বারাই পবিত্র হতে পারতো। কিন্তু আত্মাতে যে জং-ময়লার পুরু আস্তরণ জমা হয়ে আছে। আবার আত্মা তার সাথেই সেই কর্মফলের হিসেব-নিকেশ তার সাথেই নিয়ে যায়,

তাই তো বলা হয় যে, পূর্বের কর্মভোগ। সংস্কারও তার সাথেই নিয়ে যায় আত্মা। যদি কেউ ল্যাংড়া হয়ে জন্মায়, তখন লোকে বলে - তার পূর্ব জন্মের কর্মের ফলেই এমনটা হয়েছে। জন্ম-জন্মান্তরের, অনেক জন্মেরই কর্মের ফল আত্মাকেই ভোগ করতে হয়। কিন্তু সত্যযুগের সবাই থাকে পুণ্যাত্মা। সেখানে এসব ঘটে না। আর বর্তমান সময়ে সবাই পাপাত্মা। এমন কি কোনও সন্ন্যাসীরও যদি প্যারালাইসিস হয়, তখন তার উদ্দেশ্যেও বলা হয়, সে তার কর্মভোগ ভুগছে। তখন সবাই মিলে বলবে, আরে, আরে, মহাত্মা শ্রী শ্রী ১০৮-জগতগুরুর আবার এই রোগ কেন ? উত্তরে সবাই বলবে - এ তো কর্মভোগ। কিন্তু দেবতাদের ক্ষেত্র এমনটা বলার কোনও অবকাশ নেই।

গুরুর মৃত্যু হলে তার অনুগামীদের অনুশোচনা তো অবশ্যই হবে। তেমনি লৌকিক বাবার মৃত্যু হলেও সন্তানেরা কাঁদতে থাকে, যেহেতু তারা তার লৌকিক বাবাকে খুব ভালবাসে বলে। তেমনি আবার স্ত্রীও কাঁদতে থাকে, যদি তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে। আবার সেই পতি যদি স্ত্রীর দুঃখের কারণ হয়, সেক্ষেত্রে কান্না-কাটির ব্যাপার তেমন ঘটে না। তার প্রতি মোহ না থাকলে তখন ভাববে, এ তো ভবিতব্য অর্থাৎ হওয়ারই ছিলো, তাই হয়েছে। তেমনি তোমাদেরও এই বাবার প্রতিও অনেক গভীর ভালবাসার সম্পর্ক। পরে যখন বাবা চলে যাবে - তখন কেবল বলবে আহাঃ! বাবা চলে গেলেন! যিনি আমাদের এত সুখ দিয়েছেন। শেষ বেলায় এমনও অনেক থাকবে। তাই বাবার প্রতি খুবই ভালবাসা থাকা উচিত। তখন কেবলই বলবে, বাবা আমাদেরকে রাজ্য-ভাগ্য দিয়েই চলে গেলেন। তখন কেবলই প্রেমাশ্রু বইতে থাকবে। যদিও তা দুঃখের কান্না নয়। এখানেও বাচ্চারা অনেক সময় বাদেই বাবার সাথে যখন মিলনের সুযোগ হয়, তখন কেবলই প্রেমাশ্রুই বইতে থাকে। এই প্রেমাশ্রুর ফোঁটাই পরে যা বাবার গলার মালার পুঁতি হয়ে যায়। তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্যই হলো, বাবার গলার হারে স্থান পাওয়া। তাই তো তোমরা এত স্মরণ করতে থাকো বাবাকে।

বাবা এবার বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন- বাচ্চারা, লাগাতার স্মরণের যোগ করতে থাকো। দৌড় প্রতিযোগীতায় যেমন কোনও এক নির্দিষ্ট খুঁটিকে স্পর্শ করে আবার ফিরে আসতে হয়, আর তার নিরিখেই প্রতিযোগীদের ক্রমিক ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড নির্ধারণ হয়, ঠিক সেভাবেই এখানেও যে যত বেশী বাবার স্মরণে থেকে (পরমধাম থেকে) প্রথমে ফিরতে পারবে, সেই আত্মাই প্রথমে স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছে রাজ্য-ভাগ্য লাভ করবে। এখন তোমরা সব আত্মারাই সেই বুদ্ধি-যোগের দৌড় প্রতিযোগীতায় দৌড়াচ্ছো। এখানে বসে বসেই সেখানে দৌড়াচ্ছো। তোমরা সবাই শিববাবার বাচ্চা। তাই বাবা স্বয়ং তোমাদের ইশারা করে জানাচ্ছেন- ওনাকে স্মরণ করতে আর দূরাদেশী হতে। তোমরা আত্মারা তো সেই দূরদেশ থেকেই এখানে এসেছো। তাই এই দুনিয়া তোমাদের জন্য বিদেশ ভূমি। যা অতি শীঘ্রই ধ্বংশ হতে চলেছে। বিদেশ অর্থে বর্তমান জগতটা তো রাবণের রাজত্ব, যেখানে এখন তোমরা আছো। এরপর তোমরা যখন বেহদে বাবার ধামে যাবে, যেটা পাবে রামরাজ্য। যা স্থাপন করেন বাবা। অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে অর্দ্ধেক কল্প রাবণের রাজত্ব-কাল। এসব কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারবে। আর এই কারণেই অন্যদেরকে তা প্রশ্ন করলে, তারা তার উত্তর দিতে পারবে না। যদি এমন কেউ বলে যে, আত্মার ফাদার - গড়, যিনি আবার ফাদার। আচ্ছা, তার থেকে তবে তোমরা কিভাবে আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো ? যেখানে বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো পতিত দুনিয়া। পরমাত্মা বাবা তো আর এমন পতিত দুনিয়ার রচনা করেন না। এইভাবেই অন্যদের বোঝানো খুবই সহজ। অবশ্য তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত চিত্রগুলিও দেখাতে হবে। ত্রিমূর্ত্তির চিত্রটা খুবই সুন্দর। যুক্তি-যুক্ত এমন সম্পূর্ণ ত্রিমূর্তি-শিবের চিত্র আর কোথাও এমনটি নেই। লোকেরা তো

ব্রহ্মাকে দাঁড়িওয়ালা বুড়ো হিসাবে দেখায় চিত্রে। অথচ, বিষ্ণু ও শংকরকে তা দেখায় না। কারণ তাদের দুজনকে দেবতা মনে করে। অথচ ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা, অর্থাৎ প্রজাদের পিতা। এই ব্রহ্মাকে যে যেমন পেরেছে সে তেমনি বানিয়েছে, ইচ্ছানুসারে তেমন সাজিয়েছে। কিন্তু বাচ্চারা, কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই এসবের প্রকৃত তথ্যগুলি আছে। অন্যদের বুদ্ধিতে তো এসবের কোনও ধারণা মাত্রও নাই। তাদের মস্তিষ্কে কেবল আবোল-তাবোল ভাবনা-চিন্তা। তাই তো তারা প্রতি বছরই রাবণকে জ্বালাতে থাকে, অথচ তার কারণ বা প্রকৃত তথ্য কিছুই যেখানে জানা নেই তাদের। রাবণ কে ? কখন তার উপস্থিতি এই দুনিয়ায় ? লোকেরা তো সহজেই বলে দেয়, অনাদি কাল থেকেই তাকে জ্বালিয়ে আসছে তারা। কিন্তু তোমরা বি. কে.-রা তা জানো, এই রাবণ শত্রুর অবস্থান অর্দ্ধ-কল্প ধরে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুনিয়াতে অনেক প্রকারের মতামত প্রচারিত হয়েছে, যে যেমনটা ভেবেছে, তেমনটাই প্রচার করেছে। তারা তাদের হিসেবে নামও রেখেছে। যেমন মহাবীরের নাম। কেউ আবার হনুমানকেই মহাবীর হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই তারা আবার আদিদেবকেও মহাবীর বলে আখ্যা দিয়েছে ? মন্দিরে মহাবীর, মহাবীরনী আর তোমরা তাদের বাচ্চারা সব বসে আছো। যারা মায়ার প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে, তাদেরকেই মহাবীর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তোমরাও তেমনি এখন নিজের নিজের স্বস্থানে উপস্থিত হয়েছো। এসবই তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। যদিও তা জড়-বস্তুতে। তবুও তোমাদের কিন্তু চিত্রাদির সাহায্যে অবশ্যই বোঝাতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সে চৈতন্য না আসছে। দিলবারা মন্দিরের রহস্যগুলিকে সহজ-সরল ব্যাখ্যায় বোঝাতে পারো। তোমরা এসব পাঠ কখনও করেছো বলেই তো তোমাদের স্মৃতিতেই এইসব স্মৃতিচিহ্ন ছিল বলেই তো ভক্তিমার্গে তা বানাতে পেরেছো। তোমাদের নতুন রাজধানী স্থাপনার জন্য এখনও যথেষ্ট পুরুষার্থের প্রয়োজন। কত নিন্দা-গালমন্দও সহ্য করতে হয়, যেহেতু তোমাদের কলংগীধর-ও হতে হয় আবার। (যেমন কৃষ্ণকে অযথা কত কলঙ্ক সহ্য করতে হয়েছিলো) অনেক জায়গাতেই তোমাদের কত গ্লানিও সহ্য করতে হয়। তার মধ্যে সবচাইতে বেশী গ্লানি হয় এই শিববাবার। এর পরেই প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবার। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই বিরুদ্ধ হয়ে যায়। অথচ বিষ্ণু বা শংকরের গ্লানি করে না কেউ। বাবা আরও বলছেন, আমার গ্লানি তো হয়েই থাকে, তার সাথে সাথে তোমাদেরও যথেষ্ট গ্লানি করে তারা। যেহেতু তোমরাও আমার বাচ্চা, তাই তার ভাগীদারও হতে হয় তেমাদের। ব্রহ্মাবাবার নিজেরই তো কত সুন্দর সাজানো-গোছানো ব্যাবসাই ছিল। যা খুবই সন্মানেরও ছিল। তবুও সবচাইতে বেশী গালমন্দ ও গ্লানি তো ওনাকেই সহ্য করতে হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ায় মানুষেরা তাদের নিজের ধর্ম-কর্মকেই যে ভুলে গেছে। বাবা তো কত ভাবেই বোঝাচ্ছেন। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মা-বাবা বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন - নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দূরাদেশী হতে হবে। যোগ-যাত্রার দ্বারা বিকর্মগুলিকে বিনাশ করতে হবে। তীর্থ-যাত্রায় কোনও প্রকারের পাপ-কর্ম করা চলবে না।

২) মহাবীর হয়ে মায়াকে হারাতে হবে। গ্লানির কারণে ভয় না পেয়ে কলঙ্গীধর হতে হবে।

বরদান :- সংকল্পরূপী বীজের দ্বারা বাণী আর কর্মে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে সিদ্ধি-স্বরূপ হও

বিস্তার :- বুদ্ধিতে যেসব সংকল্প আসে, সেগুলি বীজ-স্বরূপ। বাচা আর কর্মণা সেই বীজের বিস্তার ঘটায়। কিন্তু যদি সংকল্প অর্থাৎ বীজকে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে চেক্ করে তাকে শক্তিশালী বানাও, তখন বাণী আর কর্মে স্বতঃই সহজ সফলতা আসবেই আসবে। আর যদি বীজ শক্তিশালী না হয়, তখন বাণী আর কর্মেও সেই সিদ্ধির শক্তি থাকে না। তোমাকে অবশ্যই চৈতন্য (প্রতিমূর্তি) রূপে সিদ্ধি-স্বরূপ হয়ে জড়-চিত্রের দ্বারা অন্য আত্মাদেরও সিদ্ধি প্রাপ্ত করাতে হবে।

স্লোগান :- যোগ-অগ্নির দ্বারা ব্যর্থর আবর্জনাগুলিকে ভস্ম করতে পারলেই বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যাবে।